ব্যবসায়ী এবং সামরিক-বেসামরিক আমলারা ক্রমেই হয়ে উঠছে দেশের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি। আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রধান দলগুলো তাদের মনোনয়ন দিতে তৎপর। দলের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো সহযোগিতা দিত। পাকিস্তান আমলে এ ধারা অব্যাহত ছিল। স্বাধীন দেশে ক্রমেই যেন আমলা ও ব্যবসায়ীরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লো। জিয়াউর রহমান তার মন্ত্রিসভায় প্রথমে বিভিন্ন পেশার লোককে নিয়ে আসেন। শুরু হয় রাজনৈতিক নেতাদের কেনাবেচা। এরশাদ আমলেও এ ধারা অব্যাহত রইলো। সামরিক আমলে সুবিধাভোগী আমলা এবং ব্যবসায়ীদের '৯১-এর নির্বাচনে দেয়া হলো মনোনয়ন। '৯৬-এর নির্বাচনে দুই দলই তাদের মনোনয়ন দিতে প্রতিযোগিতায় নামে।

আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো থেকে প্রায় শতাধিক আমলা ও ব্যবসায়ী নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো তারা দিচ্ছে নির্বাচনে তাদের অবৈধভাবে উপার্জিত কালো টাকা খরচ করার প্রতিশ্রুতি। টাকা খরচ করার ওপর নির্ভর করছে মনোনয়ন। এ ধারা দেশের অসুস্থ রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ।

আমলা ও ব্যবসায়ীদের সংসদ সদস্য হয়ে সুবিধা লাভের প্রবণতা গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবে। গণতন্ত্রমনা দলগুলোকে এ ধারা বন্ধ করতে হবে। দলের ত্যাগী নেতা ও কর্মীদের মনোনয়ন দিয়ে স্বাভাবিক রাজনৈতিক চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অচিরেই নেতা ও কর্মীর শূন্যতা দেখা দেবে। ফলে রুদ্ধ হয়ে যাবে দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদযাত্রা। হুমকির মুখে পড়বে গণতন্ত্র।